ভোরের কাগজ
235
তারিখ ... 18 APR 1998 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রতিবছর শুধু টাকা বরাদ্দ

প্রকল্প গ্রহণের ৬০ বছর পরও বাংলার ইতিহাস লেখা হয়নি

তরুণ সরকার : প্রকল্প গ্রহণের ৬০ বছর পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলার ইতিহাস লেখা ও গ্রন্থ প্রকাশ সম্পন্ন হয়নি। ব্রিটিশ আমলে এই প্রকল্পের কাজ আংশিকভাবে করা হয়েছিল। পরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা ও কয়েকবার প্রকল্পের পরিচালক পরিবর্তন ছাড়া কোনো কাজ হয়নি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান অর্থবছর পর্যন্ত এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এই প্রকল্পটিও বর্তমানে একটি কাগুজে প্রকল্পে পরিণত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ এবং প্রশাসনের নানা পর্যায় থেকে জানা গেছে, ত্রিশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বিশেষ আগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪ খণ্ডে বাংলার ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের অধীনে অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৯৪৩ সালে প্রথম খণ্ড এবং অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ১৯৪৬ সালে বাংলার ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপর পরিকল্পনা নেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ হয়নি।

পাকিস্তান আমলে বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ (সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস) প্রণয়ন ও প্রকাশ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সংশোধিত সংস্করণ প্রণয়ন ও প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য '৮০-এর দশক পর্যন্ত আর কোনো কাজ হয়নি।

কয়েকটি সূত্রে জানা যায়, '৮০-এর দশকের শেষ দিকে এই প্রকল্পের তৎকালীন পরিচালক ও সদস্যরা ৬ খণ্ডে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে তারা আলোচনা করতে গেলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া প্রকল্পের কর্মকর্তারা প্রকল্পের অল্প টাকায় ভালো একাডেমিক রচনা পাওয়া যাবে কিনা এ বিষয়েও সন্দিহান ছিলেন বলে জানা যায়। এই পরিকল্পনাটিও ফাইলের ভিতর পড়ে থাকে।

দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বন্ধ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি বছরই এই খাতে টাকা বরাদ্দ করে আসছে। বর্তমান অর্থবছরে ৫০ হাজার টাকা গত অর্থবছরে ('৯৬-৯৭) ৫০ হাজার টাকা এবং '৯৫-৯৬ অর্থবছরে ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয় বাংলার ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্প খাতে।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, গত ৫০ বছর এই প্রকল্পে কোনো অর্থ ব্যয় হয়নি। এই প্রকল্পটির কোনো কার্যালয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বাংলার ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্প খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয়। অন্যান্য খাতগুলো কি কি জানতে চাইলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো খাতের নাম বলতে পারেননি। প্রকল্পের বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক মোমিন চৌধুরী বিদেশে থাকায় তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।